দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 28 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

স্কুল চলে খোলা আকাশের নীচে, মেঘ দেখলেই ছুটি

বাকেরগঞ্জের দক্ষিণ নারাঙ্গল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

■ শিটন বাশার, বরিশাল অফিস

স্কুল ভবন ঝুঁকিপূর্ণ তাই শিক্ষার্থীদের পাঠদান চলে খোলা আকাশের নিচে। প্রখর রোদেই তারা নিয়মিত ক্লাস করে। তবে আকাশে মেঘ দেখলেই ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। বাকেরগঞ্জ উপজেলার কলসকাঠী ইউনিয়নের দক্ষিণ নারাঙ্গল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন এ কথা। বিদ্যালয় সংশ্লিষ্টরা জানান, এক বছর ধরে চলছে এ অবস্থা।

স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, দক্ষিণ নারাঙ্গল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ করা হয় ১৯৯২ সালে। নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার মাত্র কয়েক বছরের মাথায় ভবনের ছাদ থেকে বৃষ্টির পানি পড়তে শুরু করে। এরপর পলেস্তারা খসে পড়ে, দরজা জানালা ভেঙে যায়; কিন্তু কোনো সংস্কার কাজ করা হয়নি। যে কারণে ভবনটি ধীরে ধীরে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। বিদ্যালয়ের ভবনের পলেস্তারা খসে পড়ে এ পর্যন্ত ২০/২৫ জন শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। তাই শেষ পর্যন্ত ভবন বাদ দিয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠদানের জন্য বিদ্যালয়ের মাঠকে বেছে নেওয়া হয়। মাঠে টেবিল-চেয়ার বসিয়ে প্রতিদিন ১২০ শিক্ষার্থী ক্লাস করে। তাদের পাঠদানের জন্য আসেন চারজন শিক্ষক।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জানান- প্রচণ্ড রোদের মধ্যে ক্লাস করতে বাচ্চাদের খুব কষ্ট হয়। মাঝেমাঝেই তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরে আর স্কুলে আসতে চায় না। এসব কারণে আকাশে মেঘ দেখলেই ছুটি ঘোষণা করা হয়। ফলে বর্ষাকালে ক্লাস হয়েছে হাতে গোনা কয়েক দিন। চার কক্ষ বিশিষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয় ভবনে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠদান করা হতো। শিক্ষকরা জানান- বিদ্যালয় ভবনটি এতই ঝুঁকিপূর্ণ তা যে কোনো সময় ধসে পড়তে পারে। এতে প্রাণহানির আশঙ্কা থাকায় মাঠে ক্লাস করানো হয়।

কলসকাঠী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আঃ রাজ্জাক তালুকদার বলেছেন, আমার ইউনিয়নে দক্ষিণ নারাঙ্গল ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। গ্রামটি পায়রা নদীর তীরবর্তী হওয়ায় সিডর, আইলায় বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়। এলাকায় কোনো সাইক্লোন শেল্টারও নাই। এ জন্য এলাকাবাসী চায় ঝুঁকিপূর্ণ স্কুলটি সাইক্লোন শেল্টার হিসাবে নির্মিত হোক। এতে স্কুলের পাঠদানও চলবে আবার ঝড়ের সময় মানুষ আশ্রয়ও নিতে পারবে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ঝুমুর কুণ্ডু জানান, স্কুল ভবন সংস্কারের জন্য আবেদন করা হলেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বাকেরগঞ্জ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. সফিউল আলম জানান, উপজেলা পরিষদের সমন্বয় সভায় ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয় ভবনের সংস্কার নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে ভবনটি মেরামত করে আর তা ব্যবহার উপযোগী করা সম্ভব হবে না। তাই স্কুল ভবন পুনঃনির্মাণের জন্য সকলেই দাবি করেছেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন- শীঘ্রই স্কুলটি পুনঃনির্মাণ করা হবে।

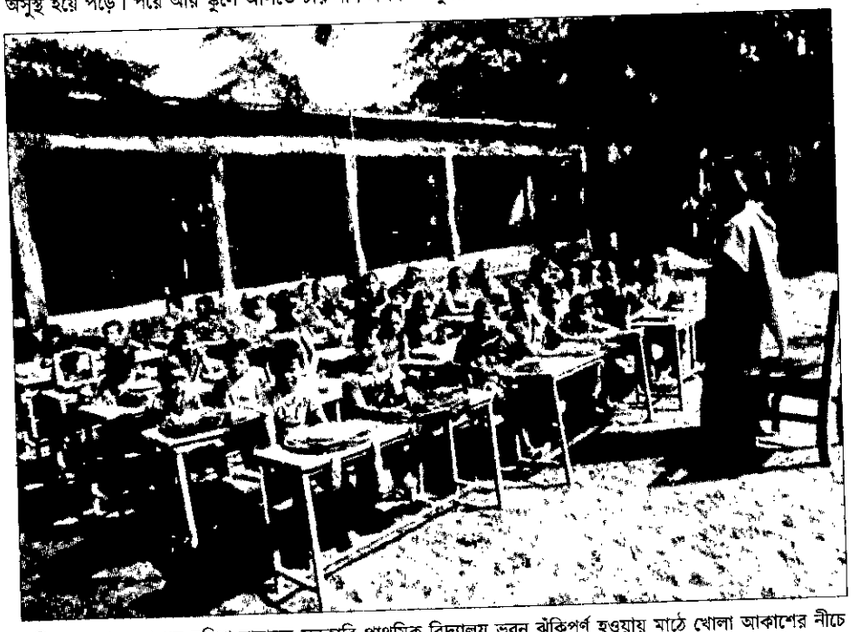

বরিশাল: বাকেরগঞ্জের দক্ষিণ নারাঙ্গল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় মাঠে খোলা আকাশের নীচে চলছে পাঠদান -ইত্তেফাক